অজানার উদ্দেশ্যে
Season 1
ECO CREATIONS

অজানার উদ্দেশ্যে

Season-1

প্রকাশক:

©Eco Creations

লেখক:

মোঃ আরাফাত রহমান খান

মাহির দাইয়ান

অনিরুদ্র দাস

প্রচ্ছদ এবং গ্রাফিক্স:

মাহির দাইয়ান

শুভ্র প্রকাশ মিশ্র

উৎসর্গ:

রাজু রাজ স্যার

অধ্যায়-০১

৪ দিন দেখতে দেখতে পার হয়ে গেল। এখনো নির্দিষ্ট গন্তব্যে পৌছাতে পারেনি ওদের ৫ জনের **(Team-6)** ক্ষুদ্র টিমটি। সূর্যের ম্যাগনেটিক ফিল্ড অর্থ্যাৎ সৌরজগৎ তারা আরো ২দিন আগেই পার হয়ে এসেছে। গন্তব্য ছিল মঙ্গল। কিন্তু দুর্ভাগ্য বশত স্পেস শাটলের নিয়ন্ত্রণ ব্যাবস্থা পুরো নষ্ট হয়ে যায় উল্কার আঘাতে। কোথায় গিয়ে তারা থামবে তাদের জানা নেই। আদৌ কোনোদিন মঙ্গলে যাওয়া হবে কিনা বা পৃথিবীতে ফেরত তারা আসতে পারবে কিনা কোনো সম্ভাবনাই নেই। দেখতে দেখতে আরো ৫দিন কেটে গেল কোনো কিছুরই হদিস নেই। আরো কিছুদুর যাওয়ার পর কোনো আলোর রেখা দেখা দিল। ওদের মনে আশার আলোর জন্ম নিল। যতই স্পেস শাটল সামনে এগোতে লাগল ওদের আশার আলো নিভে ভয়ের শুরু হলো। বিশাল কালো ম্যাগনেটিক ফিল্ড। যার চারিদিকের হলুদ আলোই কিছুক্ষন আগে-দেখা গেছিল। স্পেস শাটল দ্রুত বেগে আরো সামনে এগিয়ে গেল এবং ওদের গায়ে কাঁটা দিল। তারা যে ভয় পেয়েছিল সেটাই হলো। ব্লাক হোল বা কৃষ্ণগহ্বর।

Chapter-01 [The Black Hole]

অধ্যায়-০২

স্পেস শার্টেলের ডেঞ্জার এলার্ম বেজেই চলেছে। কিন্তু কিছুই করার নেই ওদের। মুহূর্তেই ওদের স্পেস শাটলটিকে গিলে নিল রহস্যময় এই কৃষ্ণ গহ্বর। চারিদিকে

তীব্র বেগুনি আলো, কিছুই দেখা যাচ্ছে না। স্পেস শাটলটি ক্রমশ অজানার দিকে এগিয়ে চলেছে। এ আলোর টানেলের যেন কোনো শেষ নেই। পৃথিবীর সাথে কানেকশন অনেক আগেই চলে গেছে ওদের রাডারের। প্রায় দু ঘন্টা পর সামনে কিছু দেখা যাচ্ছে। আলোর টানেল প্রায় শেষ। যতই ওরা টানেলের শেষের দিকে যাচ্ছে তাদের মনের মাঝে ভয় আর কৌতূহল মিলে এক অদ্ভুত অনুভূতির সৃষ্টি হচ্ছে। ওরা কোথায় এলো কেউ তা জানেনা। সম্পূর্ণ নতুন এক দুনিয়া। চারিদিকে নানা রঙের পাথর, ম্যাগমার ঝর্না, লাভার নদী। কোথায় ওরা যাচ্ছে কেউ জানে না। ওরা সবাই খুবই চিন্তিত। ওদের স্পেস শাটলের মধ্যে অদ্ভুদ জিনিস হচ্ছে। কম্পাস কাজ করছে না। ক্যালেন্ডারে কিছুক্ষণ আগেও পরিষ্কার- ২৮-৬-৩০৩৩ লেখা ছিল কিন্তু সেটাও এখন অদ্ভুদ নাম্বার দেখাচ্ছে ওরা কী করবে কেউ খুঁজে পাচ্ছে না। প্রায় ২০০০ কিলোমিটার যাওয়ার পর সামনে কিছু অদ্ভুদ শুকর এবং মানুষের হাউব্রিড মতো কিছু প্রাণী দেখতে পায় যারা সোনার তৈরি কিছু প্রোটেকটিভ ইকুইপমেন্ট ও অস্ত্র- নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। ওদের দেখতে খুব অদ্ভুদ লাগছিল। ওরা আরো কিছু অদ্ভুদ প্রাণী দেখতে পায় যা লাভার নদীতে হাটছিল এবং কালো রঙের বিশালদেহী এক প্রাণী দেখতে পায় যার চোখ বেগুনি রঙের এবং তা লাইটের মতো জ্বলতে ছিল। এই প্রানিটা কিছুক্ষণ গায়েব হয়ে যাচ্ছে আবার অন্য জায়গায় এক পালকেই পৌছে যাচ্ছে ঠিক যেমন ছোটবেলায় পড়া সায়েন্স ফিকশন বইয়ের টেলিপোর্টেশনের মতো। এই অজানার রাজ্যে ওরা ক্রমশই এগিয়ে চলেছে, সামনের সবকিছুই অজানা।

Chapter-02 [The Nether Dimension]

অধ্যায়-০৩

লাভার ঝর্না এত ছিল যে শাটলের ভিতর থেকে কন্ট্রোল করা কষ্টসাধ্য ছিল□ একসময় লাভার আঘাতে ধ্বংস হয়ে যায় তাদের শাটল পাঁচজনই তাদের দরকারি জিনিসপত্র নিয়ে রওনা দিল, উদ্দেশ্য ছিল একটাই। এই জায়গা থেকে সবাই সুরক্ষিতভাবে বের হবে, লিড এ ছিল মাহির আর রুদ্র ছিল রিএনফোর্সমেন্ট কাধে সবার পেছনে। এই দুনিয়াটা যেন শেষই হচ্ছে না, পথিমধ্যে দেখা হলো কিছু শুকর আকৃতির প্রাণীদের সাথে যারা মানুষের মতই হাঁটছিল কিন্তু দেখতে ছিল শুকরের মতো। আওয়াজও বের করছিল শুকরের মতো। অঙ্কুর ও দাইয়ান পথিমধ্যে মাটিতে গাঁথা কিছু সোনার ছোট ছোট টুকরা পেয়ে উঠিয়ে নিয়েছিল তা দেখেই শুকর আকৃতির সব প্রাণীগুলো দৌড়ে অঙ্কুরের দিকে আসতে শুরু করল । তাদের হাতে সোনার তলোয়ার ও ধনুক এবং ক্রসবো দেখে দাইয়ান ভাবল হয়তো তাদের মারতে আসছে তাই তাদেরকে আঘাত করল। অমনি ওখানে থাকা সব প্রাণীগুলো (শুকর আকৃতির) দাইয়ান এর দিকে তেড়ে আসল। দেখতে দেখতে ওরা দাইয়ানকে কোন ঠাসা করে ফেলল।ওরা সবাই অনেক চেষ্টা করল ছাড়ানোর কিন্তু পারল না। সবাই ভাবল যে ওকে আর বাঁচানো যাবে না, তখনই হঠাৎ কোথা থেকে অনেকগুলো অদ্ভুদ রকমের প্রানী দৌড়ে আসল। দেখতে গন্ডারের মতো নাকের শিং টা লম্বা নয়। হাতির মতো দুটো দাঁত বেরিয়ে আছে। শুকরের মতো আওয়াজ বের করছে। এক তুমুল যুদ্ধ হলো। দাইয়ান বেঁচে গেল। যুদ্ধের পর কেউ বাঁচল না। ওই প্রাণীগুলোর দেহ থেকে রুদ্র কিছু মাংস কেঁটে নিল। কারণ, খাওয়ার জন্য কিছুই ছিল না। হয়তো তা দিয়ে কাজ হয়ে যাবে। পাঁচজনের যাত্রা আবার

শুরু হলো, অনেক দূর হাঁটতে হাঁটতে সবাই একটি বড় বিল্ডিং দেখতে পেল। যেন পুরান কালো ইট দিয়ে তৈরি। লাভার উপরে এটি বানানো হয়েছিল। কেউ তার মধ্যে ঢুকতে চাইলনা, কিন্তু আরাফাতের জেদের কারণে শেষমেষ সবাই ঢুকতে বাধ্য হলো□ ৮ কি ১০ টি তলা ছিল, প্রত্যেক তলায় মানুষের মতো দেখতে ঐ শুকর আকৃতির প্রাণীগুলো ছিল। কিন্তু এবারের গুলো ভিন্ন। একধরনের কালো পোষাক পড়া এবং হাতে কুড়ালের মতো সোনার অস্ত্র। তাদের সামনে দিয়ে যাওয়ার পর কিছু বলল না। কয়েকটি তলায় বড় বড় কাঠের বাক্স ছিল। বেগুনি রঙের কাঠ। এত দূর চলার মধ্যে কোথাও কোনো গাছ পাওয়া যায় নি কিন্তু এখানে কাঠের বাক্স পাওয়া রহস্য জনক। বাক্স থেকে কিছু কাঁটা মাংস, তলোয়ার ও সোনা পাওয়া গেল, আর কিছু কাঁচের বোতল পাওয়া গেল। এই দুনিয়ায় কাঁচের বোতল পাওয়াটাও রহস্যের,মধ্যে কিছু ঔষধের মতো দ্রবন ছিল। অঙ্কুরের হাত থেকে ভুলে একটি বোতল পড়ে যায়। হঠাৎ দেখা যায় যে ও এখন আগের থেকে দ্রুত গতিতে চলতে পারছে। একটি বোতল মাহির নিজের নিচে ভাঙলেও ঠিক একই রকম হয়। শেষ বোতলটি রুদ্র ভাঙলে সে অদৃশ্য হয়ে যায়। সবাই ভাবল যে সে বোধহয় অন্য কোনো দুনিয়ায় চলে গেছে, কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যে তার আওয়াজ শোনা যায়, তারপর সবাই বুঝলো যে সে ঐ ওষুধটির কারনে অদৃশ্য হয়ে যায়। তাকে আগের রূপে ফিরিয়ে আনার কথা ভাবতে থাকল সবাই। কিছু সময় পর নিজে নিজেই সে ঠিক হয়ে যায়। অঙ্কুর ও মাহিরও স্বাভাবিক হয়ে যায়। তারপর বোঝা গেলো যে এগুলোর ইফেক্ট কিছু সময়ই থাকে। পূর্বের ঘটনা থেকে সবাই সিদ্ধান্ত নিলো যে কেউ ওদের সামনে সোনা তুলবে না। সবাই নেমে আসার পূর্বে আরাফাত দেখল কেউ নেই । সে ভাবল কেউ দেখছেনা। তাই সে বড় দেখে কিছু সোনার ব্লক তুলতে লাগল।

কথায় আছে “লোভে পাপ পাপে মৃত্যু”! সব প্রাণীগুলো কুড়াল হাতে তাদের দিকে তেড়ে আসলো। যেখানেই লুকাই না কেন চলে আসছে। একসময় যাওয়ার আর কোনো রাস্তা রইল না। নিচে লাভা এবং সামনে প্রানী। রুদ্র তার ব্যাগ থেকে সোনা বের করে অপর দিকে ফেলল তা দেখে সবাই দৌড়িয়ে তুলতে গেল। সেই সুযোগে ঐ রুম থেকে ৫ জন বেরিয়ে গেল। যাওয়ার পথে মাহির বাক্সে থাকা টিএনটি (বোম) পেয়েছিল যা ঐ রুমের সামনে ফাটিয়ে দেয়। বিস্ফোরণে ঐ রুমটি ভেঙ্গে পড়ে যায়। প্রাণীগুলোও ডুবে যায় লাভাতে। ৫ জন সুরক্ষিত ভাবে বের হলো সবাই বেরিয়ে প্রথমে আরাফাতকে চিপায় নিয়ে আচ্ছা কয়টা গণ পিটুনি দিল। আবারো শুরু করল তাদের যাত্রা। ঐ রহস্যময় বিল্ডিংটি থেকে সবাই ৬টি অদ্ভুদ জিনিস পেল। সবুজ এবং হলুদ রং মিলিয়ে গোল। মনে হচ্ছিল কোনো বড় প্রাণীর চোখের মনির মতো। প্রথমে ভেবেছিল তারা সেটি নিবেনা। কিন্তু রুদ্র তা উঠিয়ে নিল। তার গায়ে লেখা ছিল-“**THE EYE OF ENDER**”

Chapter-03 [The Eye Of Ender]

অধ্যায়-০৪

বিল্ডিংটি থেকে বহুদূর হাঁটার পর এলাকা চেঞ্জ হয়ে গেল, আরেক নতুন এলাকার শুরু। চারদিকে লাভা ছড়িয়ে, সিলভার রং এর পাথরের উচুঁ উচুঁ ৩/৩ এর পাহাড়, পাহাড়ের নিচে লাভা। খুব সাবধানে চলতে হলো। হঠাৎ সামনে অদ্ভুদ রকমের প্রানী দেখা গেল বিশালদেহী এক বর্গাকার আকৃতির প্রাণী।তাদের

দেখতে পেয়েই সঙ্গে সঙ্গে তাদের দিকে তেড়ে আসে। দাইয়ান এই প্রাণীটিকে তলোয়ারের মাধ্যমে আঘাত করে মেরে ফেলে। কিন্তু ঐ ডেডবডি থেকে আগের মতোই কিন্তু ছোট ছোট প্রাণী সৃষ্টি হয়। কিছুটা হাইড্রার আট মাথা ওয়ালা ড্রাগনের মতো। একটি মাথা কাঁটলে আরো দুটি মাথার সৃষ্টি হয়। সবাই ওগুলোকে মারতে ব্যাস্ত হয়ে পড়ল এরপর কিছুদুর যেতে যেতে পথ শেষ হয়ে গেল, সামনে শুধু লাভা আর লাভা। শুধু লাভাতে হাঁটতে থাকা দু'পা বিশিষ্ট মোটা মতন প্রানী দেখা যাচ্ছিল। ওদের চামড়া লাভার কারণে পুড়ছিল না। সবাই বসে বসে ভাবতে লাগল যে এখানেই কী শেষ? তখন অঙ্কুর খেয়াল করল, কিছু শুকরের মতো দেখতে মানুষ আকৃতির প্রাণী ওদের পিঠের উপর চড়ে বসল।ওদের বড় বড় লোম ধরে যেদিকে টান দিত, সেদিকে হাঁটতে শুরু করত সবাইও ঠিক একই কাজ করল।চড়ে বসল ঐ প্রাণীদের পিঠে এবং রওনা দিল তাদের গন্তব্যের লক্ষে, কিছুদূর যেতেই দেখা গেল এক বিরাট লাল রঙের বিল্ডিং।উপরের দিকে চার কোনা বরাবর সরু চারটি মাথা , এর ভিতরে ঢুকার কোনো রাস্থা খুজে পাওয়া গেল না। তাই এক কোনার দেয়াল ভেঙে ঢুকতে হলো। ৩-৪ টি তলা, যেন এক গোলকধাঁধার মতো, সব রুম একই । লাল বর্ণের । কিছুক্ষন একই জায়গায় ঘুরপাক খাওয়ার পর উপরে ওঠার সিড়ি পাওয়া গেল। উপরে এক বিশাল রুম । এক একটি কোনায় আগের মতো বাক্স রাখা ছিল। বাক্সগুলো থেকে আগের মতো সাধারণ অস্ত্র ও খাবার পাওয়া যায়। সাথে একটি অদ্ভুদ ছোট রড পাওয়া যায়। লোহা নয় কিন্তু লোহার মতো আওয়াজ করছে। হাত দিতেই হাত পুড়ে যায়। প্রচণ্ড গরম ছিল। ওখান থেকে আরও ৬টি অদ্ভুত রকমের দেখতে চোখ পেল তারা। হঠাৎ সামনে থেকে কেমন যেন আওয়াজ আসতে শুরু করল। সামনে যেতেই দেখা গেল মিডিয়াম আকৃতির এক অদ্ভুদ

প্রানী তাদের ৮টির মত পা ছিল। তাদের শরীরে আগুন জ্বলছিল এবং ভয়ংকর আওয়াজ বের করছিল। ওদেরকে দেখা মাত্রই প্রাণীগুলো আক্রমণ শুরু করে দেয়। তাদের দিকে অনেক গুলো আগুনের পিন্ড ছুরে মারে। অনেকটা ফায়ারবলের মতো। সবাই দ্রুতগতিতে পালালো এবং যে পথে ঢুকল আবার সেই পথ থেকেই বেরিয়ে গেল। তাদের মধ্যে অঙ্কুর ফায়ার বলের আঘাতে আহত হয়েছিল তবে তা বেশি গুরুতর নয়। কিছুদূর যাবার পর লাভা ব্যতীত একটি নতুন এলাকা দেখা গেল নীল রং এর একটি বন, এখানে গাছ-পালা দেখা গেল কিন্তু বেগুনী রং এর কাঠ।প্রাণীগুলোর পিঠ থেকে নেমে সবাই আবার হাঁটা শুরু করল। কিছু দূর যেতে না যেতেই সবাই ক্লান্ত হয়ে পড়ল। এবার সবার বিশ্রাম নেয়া এবং খাবার খাওয়ার পালা ছিল, দাইয়ান কাঠকুড়িয়ে আনলো, অঙ্কুর আগুন জ্বালালো এবং মাহির মাংস গুলো রান্না করতে লাগল।এদিকে রুদ্র এবং আরাফাত ভাবতে লাগল যে এর পর কোথায় যাওয়া যায়। তখনই রুদ্র একটি অদ্ভুদ কালো রকমের একটি প্রাণী দেখতে পায়। অনেক লম্বা,চোখ গুলো বেগুনি রঙের। লাইটের মতো চোখ দুটি জ্বলছিল। প্রথমে সেটি কিছু করেনি, পরে যখন রুদ্র প্রানীটির চোখের দিকে তাকালো অমনি প্রাণীটি ক্ষেপে গেল এবং রুদ্রর উপর আক্রমন করতে লাগল। রুদ্র দৌড়ে গিয়ে একটি বড় এবং মোটা গাছের নিচে দাড়ালো। প্রাণীটি অনেক লম্বা ছিল বলে গাছের নিচে আর আসতে পারে নি। কিছুক্ষন দাঁড়ানোর পর চলে গেল। সবাই খাবার খাওয়া শেষ করলো। তখন পানি খাওয়ার সময় রুদ্রর হাত থেকে পানির বোতল টা নিচে পড়ে যায়। মাটিতে পড়ার সাথে সাথে বাষ্প হয়ে উড়ে যায়। যা থেকে বোঝা যায় যে এই দুনিয়ায় পানি ব্যবহার করা যাবে না, পানির শেষ দুটি বোতল দাইয়ানের কাছে দিল। সবাই ‘সাবধানে পানি ব্যবহার করার সিদ্ধান্ত নিল, তাদের যাত্রা আবার শুরু

হলো। হাঁটতে হাঁটতে সবাই অন্য একটি নতুন এলাকায় পৌঁছে গিয়েছিল। এলাকাটিতে চারদিকে শুধু ‘বালি আর বালি, বালির উপর কয়েকটি জায়গায় অদ্ভুদ রকমের নীল রং এর আগুন জ্বলছিল। বালিটাও একটু অন্যরকম ছিল। মনে হচ্ছিল যেন কোনো বিশাল আকৃতির ভয়ংকর প্রানীর চামড়া কেটে বালির সাথে মিশিয়ে দেয়া হয়েছে, বালিতে পা দিতেই পা অনেকখানি ফেঁসে যেতে লাগল। তাই হাঁটতে অনেক শক্তি এবং সময় দুটোই ব্যয় হচ্ছিল। ওখানে ধনুক হাতে কঙ্কাল দিয়ে গঠিত চামড়া এবং মাংস বিহীন কিছু প্রাণী দেখা যায় যা তাদের দিকে তীর ছুড়ছিল। তাদের যথাসম্ভব এড়িয়ে চলতে হলো। কিছু কিছু জায়গায় বালির ভিতর বড় বড় সোনার আকরিক গাঁথা ছিল, যা বের করতেই তার আশে পাশের কিছু এলাকা জুড়ে বালি নিচে যেতে লাগল। নিচে ছিল লাভা। অর্থাৎ পুরো একটা লাভার সমুদ্রের উপর দিয়ে তারা হেঁটে যাচ্ছিল। তাই সবাই সিদ্ধান্ত নিল এখান থেকে কেউ কিছুই তুলবে না। কিছুদূর যেতেই দূর থেকে এক বিরাট বর্গাকার আকৃতির সাদা রঙের প্রাণী উড়তে দেখা গেল, তার হয়তো ৬টি পা ছিল, সবাই ঐ প্রানীটিকে এড়িয়ে যেতে চাইল কিন্তু হঠাৎ ঐ প্রানীটি তাদের দেখে ফেলে এবং ভয়ংকর আওয়াজের সাথে তাদের দিকে অনবরত আগুনের বলের মতো পিন্ড ছুরতে থাকে। কেউ আহত না হলেও আশে পাশের বালিতে আঘাত লাগে এবং ঐ বালির সাথে সবাই নিচে পড়ে যায়। ওখানে লাভার পাশদিয়েই এক বিশাল গর্ত ছিল। সবাই ঐ গর্তের মধ্যে পড়ে যায়। তাদের পড়া যেন থামছিলই না। একসময় সবাই অজ্ঞান হয়ে যায়, জ্ঞান ফিরতেই দেখে তাদের আশে পাশে বালিতে ভর্তি। একটি দেয়ালে বন্দি হলো সবাই। চারদিকে শুধু অন্ধকার, নিঃশ্বাস নিতেও সবার কষ্ট হচ্ছিল, সবার মনের মধ্যে আতঙ্কের সৃষ্টি হলো, এমন সময় দেয়ালের ওপাশ থেকে এক অদ্ভুত আওয়াজ শোনা

যাচ্ছিল। তখন দাইয়ান তার হাতে থাকা কুড়ালটি দিয়ে দেয়ালটি ভেঙ্গে ফেলল । দেয়ালের ঐ পারে একটি রুমের মতো দেখা গেল। পুরান ইটের বিল্ডিং এর মতো। মস ও ফার্ন দিয়ে ভরা। আওয়াজ টা আরও সামনের কোনো রুম থেকে আসছিল, প্রথমে সবাই যেতে রাজি হলো না কিন্তু পরে সিদ্ধান্ত নিল যে তারা সবাই একসাথে যাবে। ওখানকার প্রত্যেকটি রুমে একটি করে মশাল ছিল। তাই আলো খুবই কম ছিল। প্রবেশ করতেই দেখা যায় অনেকগুলো রুম, গোলকধাধার মতো। কোথা থেকে আওয়াজটি আসছিল তা কেউ বুঝতে পারছিলনা অনেকক্ষন খোজাখুজি করার পর সবাই একটি রুম খুজে পেল, তার সামনে সাদা রঙের ইঁদুরের মতো দেখতে কাঁটাওয়ালা ছোট ছোট প্রাণী দাঁড়িয়ে ছিল। ওদেরকে মেরে সবাই ভেতরে প্রবেশ করলো, ভিতরে প্রবেশ করতেই একটা অদ্ভুদ বর্গাকার মাটিতে শোয়ানো কাঠামো দেখা গেল যার মাঝে ফাঁকা এবং নিচে লাভা। কাঠামোর ৪টি বাহুতে ৩টি বড় বড় গর্ত। সবাই ভাবলো এটি কোন ধরনের মেশিন হতে পারে। এ নিয়ে অনেকক্ষণ ভাবাভাবি করার পর রুদ্র বলল যে ওখানে মোট ১২টি গর্ত। হয়তো ঐ অদ্ভুদ ১২টি চোখ এর চাবি, এরপর মাহির, রুদ্রর ব্যাগ থেকে ওগুলো বের করে একে একে লাগাতে শুরু করল। লাগানোর সময় এমন আওয়াজ আসছিল যেন কেউ পিয়ানো বাজাচ্ছে । শেষ চোখটা লাগাতেই একটি বিকট আওয়াজ হলো বিস্ফোরণের মতো। ব্ল্যাকহোলের মতো বেগুনী রং এর একটি পোর্টাল, হয়তো তাদের যাত্রা এখানেই শেষ, সবাই শান্তির নিশ্বাঃস নিলো, এবার হয়তো তারা বাড়ি ফিরতে পারবে, আবার তাদের আপনজনদের কাছে, সবাই পোর্টালে ঝাঁপ দেয়ার জন্য প্রস্তুত হলো। সামনে দেয়ালের উপরে লেখা ছিল

:- **The way to the ‘END’**

Chapter-04 [The portal of the'END']

অধ্যায় -০৫

সবাই সবার হাত ধরে একসঙ্গে পোর্টালে ঝাঁপ দিল। চারদিকটা সাদা লাইটে ভরে গেলো। হঠাৎ সবাই একটা ভাসমান প্লাটফর্মে এসে পড়ল। মনে হচ্ছিল যেন আজব আরেকটি দুনিয়া। চারদিকে ঘন অন্ধকার, প্লাটফর্মটির পাশ থেকে এক সরু ব্রীজের মতো ছিল। তার সামনে ছিল এক বড় ভাসমান আইল্যান্ড। নিচে এবং উপরে এমনকি চারদিকে কালো আকাশ ছিল। সবার গা কেমন যেন শিউরে উঠল। সেই আগের টিম ফরমেশনের মতোই সবাই এগিয়ে চলল ভাসমান আইল্যান্ডে জ্বলতে থাকা লাইটের দিকে। কেমন আজব এক প্রানী অনেক দূর থেকে ভয়ঙ্কর ভাবে আওয়াজ করছিল । প্রথমে সবাই সামনে যেতে দ্বিদ্ধা করছিল। But মাহিরের কষা Motivation এ অনুপ্রানিত হয়ে সবাই চলতে লাগল।হঠাৎ সবাই দেখল বিরাট এক কালো রঙ এর ড্রাগন ভয়ঙ্কর ভাবে আওয়াজ বের করছিল। ড্রাগনটি একটি পোর্টালকে পাহাড়া দিচ্ছিল। বোঝা গেল যে ওটাই শেষ পোর্টাল আর ঐ ড্রাগনকে মেরে তবেই বাইরে যাওয়া যাবে। ঐ আইল্যান্ডে সেই লম্বা কালো মতো প্রানীগুলোও দেখা যাচ্ছিল। মনে হচ্ছিল যেন এটা ওদেরই জগৎ এবং ড্রাগনটি ওদের সরদার। দাইয়ান তার ব্যাগ থেকে ক্রসবোটা বের করে ড্রাগনের দিকে অনবরত মারতে লাগল কিন্তু তীর যেন শেষই হচ্ছে না, হঠাৎ কীভাবে যেন তীর নিজে নিজেই লোড হচ্ছিল। কিছু Damage হওয়ার পর ড্রাগনটি উড়ে গেল।ওখানে কিছু বড় বড় স্তম্ভের মতো

ছিল, উপরে যেন ক্রিস্টালের মতো কিছু একটা ছিল যার ভেতর আগুন জ্বলছিল। সেখানে কিছুক্ষন থেকে আবার পাহাড়া দিতে আসল, তখন অঙ্কুর বলল হয়তো সে ওখান থেকে হিল হচ্ছে তাই ওগুলো আমাদের ধ্বংস করে দেয়া উচিৎ। তখন আরাফাতের নির্দেশ অনুযায়ী সবাই ভাগ হয়ে গেল। আরাফাত ও মাহির ক্রিস্টাল ধ্বংস করতে একটি ধনুক ও কিছু তীর নিয়ে গেল। দাইয়ান, রুদ্র ও অঙ্কুর ড্রাগনকে অনবরত মারতেই লাগল। একে একে সব ক্রিস্টাল গুলো ধ্বংস করে দিলে ড্রাগনটি রেগে ওঠে এবং ঐ প্রাণীগুলোকে মারার জন্য সবার পেছনে লাগিয়ে দেয় এবং পাঁচ জনের গায়ে কেমন যেন বীষের মতন গ্যাস ছুড়তে থাকে, সবাই প্রাণভয়ে পালাতে লাগল। ক্রসবো ওদের উপর কাজ করছিল না কারন ওরা কীভাবে যেন টেলিপোর্ট করত। এক পর্যায়ে দাইয়ানকে Dead end এ কোন ঠাশা করল ,শত চেষ্টা করেও কেউ দাইয়ানকে বাঁচাতে যেতে পারল না কারন সবাই ড্রাগন ও প্রানীগুলোর হাত থেকে বাঁচার জন্য পালাচ্ছিল। কিন্তু রুদ্রকে কেউ দেখল না। ড্রাগন ও প্রাণীগুলোর নজর এড়িয়ে সে ঐ সুযোগে পোর্টালের আশে পাশে টিএনটি লাগাল। দাইয়ান ভাবল হয়তো সে এখানেই শেষ। সে তার ব্যাগ থেকে কোনো অস্ত্র আছে কিনা খুঁজতে গিয়ে ব্যাগ থেকে পানির বোতলটি প্রাণীগুলোর গায়ে পরে এবং হঠাৎ সব প্রানীগুলো উধাও হয়ে যায় এবং ড্রাগনটিও হঠাৎ কিছু sec এর জন্য থেমে যায়। সেই সুযোগে মাহির তীরের সাথে তার পকেটে থাকা লাইটারটি বাধলো এবং পোর্টালের দিকে ছুড়ে মারল। এক বিকট বিস্ফোরণ ঘটল কারণ অনেক গুলো টিএনটি ছিল। শেষমেষ এক বিকট শব্দের সাথে ড্রাগনটি মারা গেল। তা দেখে প্রানীগুলো আবার তেড়ে আসতে লাগল, কেউ সময় নষ্ট না করেই সবাই একত্রে পোর্টালে ঝাঁপ দিল এবং আগের মতো চারদিক সাদা হয়ে গেল। সবাই অজ্ঞান

হয়ে গেল। জ্ঞান ফিরতেই সবাই দেখল চারদিক অন্ধকার হয়ে আছে। অঙ্কুর আর রুদ্র চিৎকার করতে লাগল কারণ ওরা ভাবছিল যে ওরা মারা গেছে কিন্তু মাহির একটি ছোট ছিদ্র লক্ষ্য করল যেখান থেকে আলো আসছিল। ছিদ্রটি বড় করে সবাই বাইরে বের হলো। সবাই দেখল সেই নীল আকাশ, হ্যাঁ! সবাই পৃথিবীতে ফিরে এসেছে কিন্তু আশে পাশে ময়লার বড় বড় স্তূপ ছিল। ওরা হয়তো কোনো ময়লা ফেলার স্থানে এসে পৌছিয়েছে তখন মিঃ তানজিম তার ময়লার ট্রাকটি নিয়ে রাউন্ড দিচ্ছিল। তখন সবাই দৌড়ে ট্রাকটি থামিয়ে ট্রাকটিতে করে তৎক্ষনাৎ তাদের ল্যাবের উদ্দেশ্যে রওনা হলো।

Chapter-05 [The end of the 'END']

অধ্যায়-০৬

ল্যাবে পৌছতেই পাঁচ জন সবাইকে সবকিছু বলল কিন্তু কেউ বিশ্বাস করল না, কিন্তু সাইনটিস্টদের হেড জিহাদ ভাবল যে এত দিন পর স্পেস থেকে আবার পৃথিবীতে ওরা কীভাবে ফিরে আসল তাও শাটল ছাড়া, কয়েক ঘন্টা পর, দাইয়ানের ব্যাগ থেকে পাওয়া জিনিসপত্রগুলো পরীক্ষা করে দেখা গেল যে সত্যিই, ঐ জিনিসগুলো যে পদার্থ দিয়ে বানানো তা আমাদের পৃথিবীর নয় তখন সবার কৌতূহল বেড়ে গেল এবং কিছুক্ষনের মধ্যেই এই খবর সব ইউনিটে ছড়িয়ে পড়ল। ঐ পাঁচ জন এই ব্যাপারে আরও রিসার্চ করতে চাইলে জিহাদ বলল যে এখন তাদের কিছুদিনের জন্য বিশ্রাম করা উচিত। তিনি এই কাজ অন্য একটি টিমকে দিবেন। সবাই তার কথামতো চলে গেলো যার যার বাসায় তার আপন জনদের সাথে দেখা করতে। ওরা পাঁচ জন একটি বই বানালো; তাদের

এই অভিজ্ঞতার নাম দেয়া হলো: অজানার উদ্দেশ্যে। কিছু দিনের মধ্যেই এই বইটি চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে এবং সবার মধ্যে কৌতূহলের সৃষ্টি হয়। তাদের এই বই থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে জিহাদের নির্দেশনায় ৫ জনের একটি টিম গঠিত হয়। আনিকা ,পূরবী ,নাসরিন ,কামিনী এবং অনামিকা। এই ৫ জনই তাদের আবিষ্কারের কথা শুনে মুগ্ধ হয় এবং এই ব্যাপারে আরও অনুসন্ধান করতে চায়। তাদের এই টিমের নাম দেয়া হয় টিম 9। জিহাদ তাদেরকে জাবতীয় জিনিসপত্র দিয়ে দেন। কাল থেকেই তারা অনুসন্ধানে বের হবে এবং সেই ময়লার স্থান থেকেই অনুসন্ধান শুরু করবে, হয়তো ওরাই এই অসম্পূর্ণ রহস্যকে উন্মোচন করবে এবং এক দুনিয়া থেকে অন্য দুনিয়াতে যাওয়ার উপায় / রাস্তা খুঁজে বের করবে। টিম 9 এখন প্রস্তুত।

Chapter-06 [THE END]

Ojanar Uddesshe is a fictional Story by @ECO creations. Its about Their Interesting journey and adventure into the unknown. They appear in a mysteious world where eveythings strange and different.

©ECO CREATIONS